ভরতের নাট্যশাস্ত্র

প্রকৃতপক্ষে বার হাজার শ্লোক নিয়ে আচার্য ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' সম্পূর্ণ ছিল। পরে মাত্র ছয়হাজার শ্লোক নিয়ে এই গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে। গ্রন্থের এই দুইটি সংস্করণের অনেকে দু'টি নামকরণ করেছেন। বড়টির নাম 'নাট্যবেদাগম' এবং ছোটটির নাম 'নাট্যশাস্ত্র'। নাটকের অঙ্গ হিসেবে বা নাটকের সহায়করূপে ভরত সঙ্গীতের আলোচনা করেছেন। সে-দিক থেকে 'নাট্যশাস্ত্র'র সব অধ্যায়েই সঙ্গীতের কোনও-না-কোনও প্রসঙ্গ রয়েছে। তবে ২৮শ থেকে ৩৬শ অধ্যায়গুলিই বিশেষভাবে সঙ্গীতের পরিচয় বহন করছে। নাট্যশাস্ত্রে সঙ্গীতের আলোচনা বেশ সুসম্বদ্ধ। উপরোক্ত অধ্যায়গুলিতে জাতিগান, ধ্রুবাগীতি আলোচনায় রাগ ও গানের বর্ণ,[২] অলঙ্কার, মূর্চ্ছনা, রাগ ও ভাব প্রভৃতির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু লৌকিক ও উদাত্তাদি স্থান স্বরগুলির কিছু পরিচয় দেননি।

ভরত নাটকের দশরূপ বা দশটি বিভাগ প্রসঙ্গে জাতি, শ্রুতি এবং ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম দু'টির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন—"জাতি ও শ্রুতি যেমন গ্রাম সৃষ্টি করে তেমনি বিচিত্র বৃত্তি কাব্যবন্ধ বা নাটক সৃষ্টি করে। ষড়জ ও মধ্যম গ্রাম দু'টিতে যেমন সকল স্বরেরই সমাবেশ থাকে, তেমনই নাটক ও প্রকরণে সকল বৃত্তি থাকে।"

বিশুদ্ধ করণ ও জাতিরাগ অনুযায়ী সে-যুগে যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি করার রীতি ছিল। ভরত তত, অনবদ্ধ, ঘন ও সুষির—এই চারপ্রকার বাদ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্ত্রীযুক্ত অর্থাৎ বীণাদি বাদ্যযন্ত্রকে বলা হতো 'তত', মৃদঙ্গ শ্রেণীর পুষ্করাদিকে অনবদ্ধ, তাল দেবার উপযোগী অর্থাৎ করতালাদি বাদ্যযন্ত্রকে 'ঘন' এবং বংশ ও বেণু প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকে 'সুষির' বলা হতো। সমবেত যন্ত্রসঙ্গীত সৃষ্টি হতো এদের সংযোগে। বাদ্যের সমবেত রূপকে ভরত বলেছেন 'কুতপবিন্যাস'।

প্রেক্ষাগৃহ এবং রঙ্গমঞ্চের বিস্তৃত বর্ণনা ভরত দান করেছেন। কখন কোন্ গান হতো, কোন্ গানের সঙ্গে কি বাজানো হতো, গায়ক ও বাদকেরা কোথায় কি ভাবে বসতো, তার বিস্তৃত বর্ণনা 'নাট্যশাস্ত্রে' রয়েছে।

ভরত যবনিকার বহির্ভাগেও নৃত্যগীত অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন। বৈদিকযুগে যজ্ঞ

অনুষ্ঠানের সময় যাগমণ্ডপের বাইরে বহিষ্পমানস্তোত্র নামে যে-গান করবার রীতি ছিল, কেউ কেউ বলেন যে যবনিকার বহির্ভাগের গান তারই অনুকরণ।

ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' গান্ধর্ব গানের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে—"বীণাদি বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে স্বর, তাল ও পদযুক্ত সঙ্গীতের নাম গান্ধর্ব।' এই স্বর, তাল ও পদযুক্ত গান্ধর্বে পদের অর্থ স্বর ও তালের বোধক বা অনুভাবক 'বস্তু' ও যা কিছু অক্ষর সন্নিবদ্ধ তাই পদ নামে অভিহিত। নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ এই দুইভাগে পদ বিভক্ত। নিবদ্ধ পদ তালযুক্ত এবং তার ব্যবহার ছিল, ধ্রুবা গানে। অনিবদ্ধ গানে তাল থাকে না, তবে অক্ষর ছন্দ ও যতি থাকে। অনিবদ্ধের অন্য নাম হচ্ছে 'আলাপ'। তবে দুইপ্রকার পদেই বীণা, বেণু, ঘন ও মৃদঙ্গাদি বাদ্যের সহযোগ থাকে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, ষড়্জাদি লৌকিক সাতটি স্বর, তালযুক্ত নিবদ্ধ এবং তালহীন অনিবদ্ধ এইসব মিলে হ'ল গান্ধর্বের সামগ্রিক রূপ।

স্বরগোষ্ঠীর মধ্যে ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' সাতটি শুদ্ধ এবং এগারটি বিকৃত—এই আঠারটি জাতি রাগের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, একটি জাতিরাগ আর একটি বা কয়েকটি জাতিরাগের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বিকৃতজাতির সৃষ্টি করে। এই জাতি রাগশ্রেণীভুক্ত কিনা এ-নিয়ে মতবিরোধ আছে। তবে অনেকে এই জাতিকে আদিম ভারতীয় রাগ বলে স্বীকার করেছেন।

ভরত সঙ্গীতের চার বর্ণের উল্লেখ করেছেন। বর্ণের পরেই তিনি আলোচনা করেছেন অলঙ্কারের। তিনি বলেছেন—"চন্দ্রহীন রাত্রি বা অলঙ্কারবিহীন রমণী যেমন সৌন্দর্যহীন, তেমনি গানে অলঙ্কার না থাকলে গান অসুন্দর বলে প্রতিভাত হয়।" প্রসন্নাদি, সম, বিন্দু, কম্পিত, কুহর—এমন বহু অলঙ্কারের নাম ভরত উল্লেখ করেছেন।

স্বরের প্রসঙ্গে অলঙ্কারের পরই ভরত 'ধাতুর' উল্লেখ করেছেন। বিস্তার, করণ, আবিদ্ধ ও ব্যঞ্জন—এই চারপ্রকার ধাতুর উল্লেখ করেছেন তিনি। এই ধাতুগুলিকে তিনি বাদ্যযন্ত্রের অঙ্গস্বরূপ বলেছেন।

স্বর প্রবাহের পর ভরত তালশ্রেণীভুক্ত উপাদানের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন তাল দু'রকম—১. সশব্দ : শম্যা, তাল, ধ্রুব ও সন্নিপাত। ২. নিঃশব্দ : আবাপ, নিষ্কাম, বিক্ষেপ ও প্রবেশক।

'বস্তু' ও 'বিদারী' সম্বন্ধে ভরত বলেছেন, সকল গীতের অংশ বা অবয়বের নাম 'বস্তু' আর গানের ও আলাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হচ্ছে 'বিদারী'।

'পদ'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত বলছেন, যা-কিছু অক্ষর দিয়ে তৈরী তাই পদ। স্বর, ব্যঞ্জন, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, তদ্ধিত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি পদের উপাদান।

গান্ধর্বের স্বর হিসাবে ভরত নারদের মতো লৌকিক ষড়্জাদি সাত স্বর ও তাদের দশ লক্ষণের কথা বলছেন; কিন্তু পরবর্তী গ্রন্থকারদের মতো স্বরের জাতি, কুল, বর্ণ দেবতা, স্থান প্রভৃতির কথা বলেননি।

বাদী, সংবাদী, অনুবাদী ও বিবাদী প্রসঙ্গে ভরতের অভিমত হচ্ছে যে, শ্রুতি-সংখ্যার মাধ্যমেই এগুলি নির্ণয় করা উচিত। ভরত ষড়জ গ্রামের শ্রুতিবিভাগের পরিচয় দিয়েছেন ; মূর্চ্ছনা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন ; তবে তানের আভিধানিক পরিচয় তিনি দেননি।

ভরত জাতি তথা জাতিরাগ নির্ণয়ের জন্য দশ-লক্ষণ স্বীকার করেছেন। এতে অনেকে সিদ্ধান্ত করেন যে, ভরত কর্তৃক উল্লিখিত শুদ্ধ ও বিকৃত জাতিগুলি রঞ্জনা শক্তি ও লাবণ্য গুণবিশিষ্ট রাগই। তিনি জাতিরাগে তিনটির অধিক অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছে—"গ্রহ বা অংশাদি যুক্ত জাতিরাগগুলি চিত্রা, আবৃত্তি, দক্ষিণা—এই তিনটি বৃত্তির সহযোগে এবং মাগধী, অর্ধ-মাগধী, সম্ভাবিতা ও পৃথুলা—এই চারটি গীতির সঙ্গে প্রয়োগ করা হতো।

ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' নিবদ্ধ ধ্রুবা গানের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। তিনি ধ্রুবার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন। ছন্দক, আসারিত, বর্ধমানক, ঋক্, পাণিকা, গাথা ও সাম বৈদিকোত্তর নিবদ্ধ গান। এগুলি বৈদিক গানের উপাদানেই সৃষ্টি। ভরত বলেছেন যে, নাট্যে ব্যবহারের জন্যে বিবিধ ছন্দে, বৃত্তে, রসে ও ভাবে অনুবদ্ধ ঋকাদি অঙ্গগুলি সে-যুগে অনুশীলন করা হতো। ধ্রুবা গান উত্তম, মধ্যম, অধম—এই তিনভাগে বিভক্ত। এই গানের ভাষা সম্বন্ধেও ভরত উল্লেখ করেছেন। ভরত বলেছেন যে, ধ্রুবায় শুরসেনী ভাষা প্রয়োগ করা হতো। দিব্যভাষা হিসেবে সংস্কৃতের সমাদর স্বভাবতঃই ছিল। তবে অর্ধ-সংস্কৃতই ছিল মানুষের উপযোগী।

ভরত সে-যুগের বাদ্যযন্ত্রগুলির গঠন এবং নির্মাণপ্রণালীর বিবরণ দান করেছেন। সে-যুগের মৃদঙ্গ (ভরত যাকে বলেছেন ভাণ্ডবাদ্য)-এর বিস্তৃত পরিচয় 'নাট্যশাস্ত্রে' আছে। এতে মৃদঙ্গকে বলা হতো 'পুষ্কর'। গানে তিনটি মৃদঙ্গের ব্যবহার হতো। বড় দুটি সোজাভাবে বসানো থাকতো, আর ছোটটি থাকতো শোয়ানো।

ভরতের যুগে নৃত্যে, গীত ও বাদ্য তিনটিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। তাই গীত ও বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভরত নৃত্যেরও পরিচয় দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। ভরতের সময় তাণ্ডবনৃত্য স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ভরত তাণ্ডব ও লাস্যকে সমপর্যায়ভুক্ত বলেছেন। স্ত্রী ও পুরুষের নৃত্যের অধিকার সম্পর্কে ভরতের অভিমতও প্রগতিশীল বলা চলে।

ভরত নাট্য, গীত, বাদ্য ও নৃত্যের স্রষ্টা নন। কিন্তু তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' এ-সব বিষয় সম্পর্কে যে-তথ্য ও তত্ত্ব তিনি উল্লেখ করেছেন তা ইতিহাসবিদের কাছে অমূল্য সম্পদ। কারণ "বৈদিক সাহিত্যের মাধ্যমে যেমন সাম গানের রূপ ও বিকাশ সম্বন্ধে আমরা কিছুটা ধারণা করতে পারি তেমনি ক্লাসিক্যাল যুগের গান্ধর্ব-সঙ্গীত যে বৈদিকসঙ্গীতের মালমশলা নিয়ে নতুনরূপে ও ভাবে গড়ে উঠেছিল তার সকল কিছুর পরিচয় পাই মুনি ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে।"

[স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি']